দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদল-ছাত্রলীগ হার্ডলাইনে, পরিস্থিতি সংঘাতময়

মোশতাক আহমেদ

জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি দেশের ছাত্র রাজনীতিতেও এখন চরম সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ছাত্রদলের মিছিল-সমাবেশে "৭৫ এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার" স্লোগানসহ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নামে অশালীন বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ এখন হার্ডলাইনে অবস্থান করছে। যে কোন সময় এই দু'সংগঠনের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এসব বক্তৃতার বিরুদ্ধে যুবলীগ ছাত্রদলের আট নেতার নামে মামলা করার পর ছাত্রলীগও বৃহস্পতিবার উক্ত আট নেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

অপরদিকে ছাত্রদল এই মামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে বলেছে, মামলা প্রত্যাহার করা না হলে ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস থেকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করা হবে। তারা বলে, মামলা করে যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে সেই আগুনেই যুবলীগ-ছাত্রলীগকে পুড়িয়ে মারা হবে। ছাত্রলীগ বলেছে, এসব কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্রদলকে তারা দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। তারাও রাজনৈতিকভাবেই ছাত্রদলকে মোকাবেলা করবে। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মহল সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে।

সূত্রমতে, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যাকে কেন্দ্র করে দেশে জাতীয় রাজনীতিতে চলছে চরম অস্থির অবস্থা। এরই মধ্যে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে বলেছেন, সার্ক সম্মেলন স্থগিত করার জন্যই আওয়ামী লীগ কিবরিয়াকে হত্যা করেছে। একই সমাবেশের আগে মিছিল করে তারা "মুজিব হত্যার হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার, ৭৫ এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার" বলে স্লোগান দিয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে তারা দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করেও বক্তব্য দেয়। ছাত্রলীগ প্রথমে এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। তখন থেকেই শুরু হয় উত্তপ্ত পরিবেশ। বুধবার এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে কালো পতাকা নিয়ে লাঠি মিছিল করে শো-ডাউন করে। একই দিনে এই ঘটনায় আওয়ামী যুবলীগ ছাত্রদলের আট নেতার নামে মামলা করে। ছাত্রলীগ প্রথমে উকিল নোটিস দেয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার তারাও উক্ত আট নেতার নামে মামলা করে। ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার বাদি হয়ে ঢাকার সিএমএম আদালতে এই মামলা দায়ের করেন। মামলায় আসামী করা হয় ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, ছাত্রদল নেতা সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, সেলিমুজ্জামান সেলিম, হাসান মামুন, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, আব্দুল হালিম খোকন এবং দুলাল হোসেনকে।

সংঘর্ষের আশঙ্কা

এই মামলার কথা শোনার পর পরই ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করে। ডাকসু ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মামলা প্রত্যাহার করা না হলে তাঁরা ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস থেকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করবে। ছাত্রলীগও এ সময় ক্যাম্পাসে থাকায় পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু জনকণ্ঠকে বলেন, আওয়ামী লীগ অতীতেও তাঁদের নেতাকর্মীদের নামে অসংখ্য মামলা দিয়েছে। অনুরূপভাবে এখনও দিচ্ছে। এগুলো তারা রাজনৈতিক ভাবেই মোকাবেলা করবেন বলে তিনি জানান। তিনি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও দেশদ্রোহী হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, শেখ হাসিনা বিদেশে গিয়ে দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাই আমরা তাঁকে দেশদ্রোহী বলছি।

অপরদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার বলেছেন, কোন অশুভ শক্তির হুমকিতে ছাত্রলীগ ভীত নয়। ছাত্রদল যেসব বক্তব্য দিচ্ছে ছাত্রলীগ তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। তিনি বলেন, অতীতে সকল স্বৈরাচারকে মোকাবেলা করে রক্তের বিনিময়ে বিজয় অর্জনের ধারাবাহিকতায় অচিরেই এই জোট সরকারের পতন ঘটিয়ে সকল খুনীর বিচার করা হবে।

পপির গ্রেফতারে মিছিল না করায় ক্ষোভ

এদিকে ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং বর্তমান কমিটির সহসভাপতি মারুফা আক্তার পপি গ্রেফতার হওয়ার পাঁচ দিন অতিবাহিত হলেও তাঁর মুক্তির দাবিতে মিছিল-সমাবেশসহ কোন ধরনের কর্মসূচী না দেয়ায় সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। নেতাকর্মীদের চাপে সংগঠনের পক্ষে বৃহস্পতিবার সমাবেশ ডেকেও কৌশলে আবার স্থগিত করে দেয়া হয়। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি বাহাউদ্দিন নাছিম হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ এবং ছাত্রলীগ সহসভাপতি পপির মুক্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ মিছিল-সমাবেশ করার সকল প্রস্তুতি নেয় বৃহস্পতিবার। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শীর্ষ নেতা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ পর্যায়ের কয়েক নেতার কারণে মিছিল সমাবেশ হয়নি। এ নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্যে তীব্র সমালোচনা চলছে। নেতাকর্মীরা বলছেন, পপির মতো একজন ত্যাগী নেত্রীকে গ্রেফতারের পাঁচ দিন অতিবাহিত হলেও যেখানে একটি মিছিল সমাবেশ হয় না, সেখানে একজন সাধারণ কর্মী গ্রেফতার হলে কী হবে? একটি সূত্র বলেছে, ছাত্রলীগের আগামী কমিটিতে সভাপতি হিসাবে পপি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী হওয়ায় ওই চক্র মিছিল করতে দেয়নি। তবে কেউ বলছেন, ছাত্রদলের ভয়ে তারা মিছিল করেনি। অবশ্য ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কেউ ক্যাম্পাসে না থাকার কারণে তাঁরা মিছিল-সমাবেশ করেননি। বিষয়টি নিয়ে ছাত্রলীগে এখন তীব্র প্রতিক্রিয়া চলছে।